Gmail

Ucaliptas <ucaliptas909@gmail.com>

গল্প-২: হারিয়ে যাওয়া রংধনু

1 message

Mohammad Sheikh Zohurul Islam <mszi065045@gmail.com>
To: ucaliptas909@gmail.com
Sat, Nov 30, 2024 at 11:44 AM

রাত হয়ে গেছে।

কিন্তু চারপাশে এখনো পুরোপুরি অন্ধকার নামে নি। আকাশে কিছু কিছু তারা দেখা যাচ্ছে। শহরের আলোকিত রাস্তাঘাট এবং চারপাশ দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছিলেন আনোয়ার হোসেন।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি সবসময় এই রাস্তাটি বেছে নেন। দীর্ঘদিন ধরে একই পথে যাতায়াত করায় রাস্তাটি তার খুব চেনা। তবে আজকে তার মনটা একটু খারাপ ছিলো। অফিসে আজকে খুব চাপের মধ্যে দিয়ে দিনটি গেছে।

তাই একঘেঁয়েমি যেনো কাটাতেই পারছিলেন না।

বাড়িতে পৌঁছে দরজা খোলার আগেই শুনতে পেলেন মেয়ের কণ্ঠস্বর।

"আব্বু, তুমি আসছো?" বাবার পায়ের শব্দ শুনে মেয়ে রূপা দরজা খুলে ছুটে এসে আনোয়ারের গলা জড়িয়ে ধরলো।

এক নিমেষে সব ক্লান্তি ভুলে গেলেন তিনি। রূপার হাসিমুখ দেখে আনোয়ারের মন ভালো হয়ে গেলো। আনোয়ারে মেয়ে রূপা। ছোট্ট মেয়েটির বয়স পাঁচ বছর। খুবই চঞ্চল। আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।

আব্বু, তুমি কি জানো, আজকে আমি স্কুলে নতুন একটা ছবি এঁকেছি। তোমাকে দেখাবো?

রূপা আনন্দে উচ্ছল হয়ে আনোয়ার কে বললো।

অবশ্যই, মা। তুমি তোমার ছবিটা নিয়ে এসো। আমি দেখতে চাই। আনোয়ার বললেন।

রূপা দৌড়ে ঘরের ভেতরে গেলো। হাতে একটি কাগজ নিয়ে ফিরে এলো। বিভিন্ন রঙের কাপড়ের ডিজাইন করা রঙিন একটি কাগজ। কাগজে একটি ছবি আঁকা। রংধনুর ছবি।

"এই তো, খুব সুন্দর হয়েছে মা। তুমি তো খুব ভালো আর্টিস্ট!" আনোয়ার তার মেয়ের প্রশংসা করলো।

রূপা মুচকি হেসে বাবা কে বললো, "তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ, আব্বু।"

বাপ-মেয়ের কথা শুনে আনোয়ারের স্ত্রী জুবাইদা এগিয়ে এলেন। সে এতোক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিলো বলে আনোয়ার কে দেখতে পায় নি। আনোয়ার কে দেখেই সে বললো-

ও, তুমি এসে গেছো? অফিস থেকে কখন আসলে?

এইমাত্রই এলাম। আনোয়ার স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দেয়।

আচ্ছা, তুমি জামাকাপড় পাল্টে, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাবার দিচ্ছি। এই বলে সে মেয়ে কে কোলে তুলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

আনোয়ার উঠে রুমে চলে যায়।

রাতে খাওয়ার পর আনোয়ার বইয়ের তাক থেকে একটি পুরোনো বই নামালেন। বইটির নাম "রূপকথার গল্প"। ছোটবেলা থেকেই তিনি এই বইটি পড়তে ভালোবাসতেন। বইটি পড়ার জন্য পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ বইয়ের ভেতর থেকে একটি পাতা খসে নিচে পড়লো।

আনোয়ার পাতাটি তুললেন। তিনি দেখলেন পাতার মধ্যেই একটি চিঠি। চিঠিটি দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরোনো। চিঠির গায়ে ময়লা লেগে গেছে।

চিঠিটা পড়ে আনোয়ার তার শৈশবে ফিরে গেলেন।

তার শৈশবের বন্ধু ফারুকের চিঠি। ফারুক ছিলো আনোয়ারের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। অনেক বছর আগের কথা। তারা একসাথেই স্কুলে পড়তো। খেলতো। গল্প করতো। সুযোগ পেলেই নদীতে গিয়ে গোসল করতো।

ফারুকও আনোয়ারের মতো জীবিকার জন্য প্রথমে ঢাকা এসেছিলো। আনোয়ার ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারের কাছেই একটা বাসা নেয়। আর ফারুক ফার্মগেটের কাছে। মাঝেমধ্যে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর বাসায় যেতো। গল্পগুজব করতো। প্রায় প্রায়ই তাদের দেখা সাক্ষাত হতো। আনোয়ার তখনো বিয়ে করে নি।

একদিন আনোয়ার ফারুকের বাসায় যায় দেখা করতে। কিন্তু বন্ধুর বাসায় গিয়ে হঠাৎই সে জানতে পারে ফারুক অন্য কোনো শহরে চলে গেছে।

কোনো খোঁজ-খবর না দিয়ে, কিছু না বলে বন্ধুর এরকম আচমকা চলে যাওয়াতে আনোয়ারের একটু খারাপই লাগে। সেই সাথে কষ্টও পায়। তখন থেকেই তাদের মাঝে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আনোয়ার গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটি পড়ে।চিঠিতে ফারুক লিখেছে-

“আনোয়ার, কেমন আছিস? আমি খুলনা চলে এসেছি। তোকে কিছু জানিয়ে আসতে পারলাম না। একরকম হুট করেই চলে আসতে হলো। তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস বন্ধু। নতুন শহরে এসে নতুন কিছু বন্ধু পেয়েছি ঠিকই। কিন্তু তোকে খুব মিস করি। অনেক দিন হলো তোর সাথে দেখা হয় নি। তুই কেমন আছিস? যদি আমার চিঠি হাতে পাস, আমাকে লিখিস। তোর বন্ধু, ফারুক।”

চিঠিটি পড়ে আনোয়ারের চোখের কোণে পানি চলে এলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, কতদিন হয়ে গেলো ফারুকের সাথে দেখা হয়নি। কথা হয়নি।

আনোয়ার তাই ঠিক করলেন, তিনি ফারুকের কাছে যাবেন। গিয়ে ওর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন। পুরোনো বন্ধু বলে কথা।

পরেরদিন সকালে আনোয়ার ফারুকের ঠিকানায় চিঠি পাঠালেন।

কিছুদিন পর ফারুকের উত্তর এলো।

সে লিখেছে, “আনোয়ার, তোর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। অনেক দিন হয়ে গেছে আমাদের দেখা হয়নি। আমি এখন অন্য শহরে থাকি। তুই যদি কখনো এই শহরে আসিস, আমাকে জানাস। আমি তোকে দেখার অপেক্ষায় থাকবো। তোর বন্ধু, ফারুক।”

আনোয়ার ফারুকের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলেন। তিনি ঠিক করলেন, তিনি ছুটি নিয়ে ফারুকের শহরে যাবেন। অফিস থেকে দুই দিনের ছুটি নিয়ে আনোয়ার রওনা হলেন ফারুকের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে।

খুলনা শহরে পৌঁছে আনোয়ার ফারুকের ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন। দরজায় কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে এক বয়স্ক লোক বেরিয়ে এলেন।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। মুখের দাড়ি ঘন কালো। কিন্তু মাথার অনেক চুলই পেঁকে গেছে।

“ফারুক আছে?” আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটি বললেন, “আপনি আনোয়ার হোসেন?"

হ্যাঁ, আমি আনোয়ার হোসেন।

ফারুক এখন বাড়িতে নেই। অফিসে গেছে। তবে ও আপনাকে দেরি করতে বলেছে। আপনাকে দেখলে ফারুক নিশ্চয় অনেক খুশি হবে।

আপনি ফারুকের কি....
আনোয়ারের কথা শেষ করতে দিলেন না মাঝ বয়সী লোকটি। তিনি বললেন-
"হ্যাঁ, আমি ওর পাশের ওই রুমটাতে থাকি। আমার নাম আসগর আলী। ফারুক আমাকে চাচা বলে ডাকে।"

ফারুক ওর রুমের চাবি বোধহয় লোকটির কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাবি দিয়ে ফারুকের রুমের দরজা খুলে দিয়ে আনোয়ার কে বসতে বললেন।

আনোয়ার ফারুকের রুমে বসে আছে। আর রুমের ভেতরের সবকিছু ভালো করে দেখছে। ছোটবেলা থেকেই ফারুক একটু গোছালো প্রকৃতির। খাটের উপর সুন্দর একটি চাদর বিছানো। বালিশের উপর কাঁথা ভাজ করে রাখা। ঘরে দুটো ছোটো শেল্ফ আছে। একটি বুকশেলফ। অন্যটি হয়তো ওর জিনিসপত্র রাখার জন্য। শেল্ফ এর পাশেই আছে একটি আলনা। আর এক পাশে একটি টেবিল রাখা আছে৷ টেবিলের উপরে কিছু হাড়ি-পাতিল, একটা কুকার আর রান্নার বিভিন্ন জিনিসপত্র। মনে হয় ফারুক নিজেই রান্না করে খায়। ফারুকের রুমে বসে বসে এসব দেখছিলো আর ভাবছিলো আনোয়ার।

এমন সময় আসগর আলী নামের লোকটা একটা ট্রে তে করে চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে এলেন। সেগুলো আনোয়ারের দিকে দিতে দিতে বললেন-
" ফারুকের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। ও মাঝেমাঝেই আপনার কথা বলতো।"

ও। আচ্ছা ফারুক কখন আসবে, কিছু কি বলতে পারবেন? আসগর আলী কে জিজ্ঞাসা করে আনোয়ার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো চলে আসবে। উত্তর দেয় আসগর আলী। তারপর কিছুক্ষণ খুচরো আলাপ করে আসগর আলী তার রুমে চলে যান।

ফারুক বাড়িতে ফিরে এলো। আনোয়ারকে দেখেই সে খুব খুশি হলো। ওরা দুই বন্ধু অনেক গল্প করলো। শৈশবের স্মৃতিচারণ করলো। দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব যেনো আবার নতুন করে জাগ্রত হলো

ফারুক বললো, “আনোয়ার, আমরা আবার আমাদের শৈশবের দিনগুলো হয়তো ফিরিয়ে আনতে পারব না। তবে আমরা চাইলেই কিন্তু আমাদের এই বন্ধুত্ব চিরকাল এভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।”

আনোয়ার বললেন, “হ্যাঁ, বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব এভাবেই যেনো চিরকাল থাকে। অটুট থাকুক আমাদের বন্ধুত্ব। অটুট থাকুক পৃথিবীর সকল বন্ধুত্ব।

ফারুক বললো “ বাইরে একটা পার্ক আছে। চল, সেখানে গিয়ে বসি।”

দুই বন্ধু বাইরে পার্কে গিয়ে বসে গল্প করতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে বিভিন্ন গল্প করার পরে তারা ফারুকের রুমে ফিরে আসে। তারপর রাতের খাবার খেয়ে একজন আরেকজনের বিষয়ে অনেক গল্পগুজব করে।
গল্পের এক পর্যায়ে আনোয়ার ফারুক কে জিজ্ঞাসা করে-

"আচ্ছা ফারুক, তুই কি বিয়ে করিস নি?
ফারুক জানায়, সে বিয়ে করেছে। পাঁচ বছর হতে চললো। দুইজন ছেলেমেয়েও আছে তার। একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে।

আনোয়ার আবার জিজ্ঞাসা করে- " তাহলে তুই এখানে একা থাকিস কেনো? পরিবার নিয়ে আসলেই তো পারিস।"

ফারুক সহজ উত্তর দেয়- " বন্ধু, এই শহরে নিজের খরচ চালানোই অনেক কষ্টকর। পরিবার নিয়ে থাকবো কিভাবে? একটু ভালো মতো বেঁচে থাকার জন্যই ঢাকা ছেড়ে এখানে এসে পড়ে রয়েছি আজ প্রায় ছয় বছর। তা নাহলে কি আর আমাদের যোগাযোগ এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতো?

গল্প করে এক পর্যায়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। দুইদিন পরে আনোয়ার যখন ঢাকা ফিরবে, তখন আনোয়ারকে বাস স্টেশনে পৌঁছে দিতে যায় ফারুক। দুই বন্ধুর মাঝে আবার দূরত্বের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছিলো। আকাশে রংধনু দেখা দিলো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায়। বাস দ্রুত ছুটে চলেছে। আবার যেনো হারিয়ে যাচ্ছে বন্ধুত্বের রংধনু।

আনোয়ার বাড়ি ফিরে এলেন। মেয়ে রুপাকে সাথে নিয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন। রূপা বললো, “আব্বু, তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করে ভালো লেগেছে?”

আনোয়ার বললেন- “হ্যাঁ, মা। খুব ভালো লেগেছে। মনে রাখবে, বন্ধুত্ব খুবই মূল্যবান জিনিস। মূল্যবান জিনিস কখনো হারাতে হয় না। আর মূল্যবান জিনিস একবার হারালে সেটা আর সহজে পাওয়া যায় না। তাই বন্ধুত্ব কখনো ভুলে যেতে নেই। এর যত্ন করতে হয়।”

রূপা বললো, “আব্বু, আমি তোমার মতোই একজন ভালো বন্ধু হতে চাই।”

আনোয়ার মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন-নিশ্চয়ই হবে, মা।

রাতে আকাশে চাঁদ উঠলো। এক ফালি সরু চাঁদ। আকাশে যেনো সে একাই রাজত্ব করছে৷ চাঁদের আলোটা বড্ড ভালো লাগছে আনোয়ারের কাছে।

মেয়েকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখছে। রুপা ততোক্ষণে ওর কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রুপার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলেন, “বন্ধুত্ব হলো জীবনের একটি বড় সম্পদ। এটি চিরকাল রংধনুর মতোই রঙিন থাকবে। তুমিও বন্ধুত্বের জন্য কখনো রংধনু হয়ো না মা। যেটা কিনা উঠেই আবার হারিয়ে যায়। তুমি বন্ধুত্বের জন্য চাঁদ হয়ো। যা কখনোই আকাশ থেকে হারায় না। অটুট হয়েই থাকে সবসময়।"

হঠাৎ আনোয়ার তার কাঁধের উপর একটি হাতের ছোঁয়া অনুভব করে। তাকিয়ে দেখে তার স্ত্রী এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে। স্ত্রী আনোয়ার কে বলে- "এখানে একা বসে বসে কি এতো ভাবছো? ঘুমাবে না?"

আনোয়ার স্ত্রীর কথায় মুচকি একটা হাসি দেয়।

মনের মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব করলেন। না, সবকিছু তো ঠিকঠাকই আছে। বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, পরিবার—এগুলোই জীবনের সবচেয়ে বড় রংধনু। এগুলোই মানুষের জীবনকে রঙিন করে তুলে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটি ভাবে আনোয়ার। আবার তার মুখে মুচকি হাসি দেখা যায়।

কিন্তু আনোয়ারের মনে হয়, এগুলো রংধনু না হয়ে বোধহয় চাঁদ হলেই ভালো হতো।